তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৩৬

**বঙ্গবন্ধু ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়**

 **---কে এম খালিদ**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

 সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, দুইশত বছর আগে জন্ম নেয়া ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর) এবং ঠিক তাঁর একশত বছর পরে জন্ম নেয়া সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাঝে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন দৃপ্তময়, দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মসম্মান ও বলিষ্ঠতায় সমুজ্জ্বল বাঙালি। শেখ মুজিবুর রহমান পরিচিত হয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'জাতির পিতা' উপাধিতে। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র পরিচিত হয়েছেন 'করুণাসাগর' এবং সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে। উভয়েরই জীবনদর্শন ছিল সত্যের জন্য সংগ্রাম, মুক্তির জন্য সংগ্রাম, জীবনের জন্য সংগ্রাম।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন অবিস্মরণীয় প্রতিভার অধিকারী। ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রথম জীবনেই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারকও। নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তাঁর অবদান বাঙালি জাতি চিরকাল স্মরণে রাখবে। তাঁর প্রবল মাতৃভক্তি ও বজ্রকঠিন চরিত্রবল বাংলায় প্রবাদপ্রতিম।

 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সেমিনারে 'একুশ শতকের বাঙালি হৃদয়ে বিদ্যাসাগর' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. বিশ্বজিত ঘোষ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান।

#

ফয়সল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৩৫

**পার্বত্য চট্টগ্রামে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে**

 **-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

বান্দরবান, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের আর কষ্ট করে দূর থেকে হেঁটে আসতে হবে না। এদের কথা চিন্তা করে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

মন্ত্রী আজ বান্দরবান সদরে মেঘলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আবাসিক ভবন উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ২১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে দিয়েছেন।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে ৮৫ লাখ টাকা ব্যয়ে মেঘলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ টি এম কাউছার হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মাহবুবুল আলম, পুলিশ সুপার রেজা সরোয়ার, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরসহ স্থানীয় এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছির/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৩৪

**পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলাকে শতভাগ ভাতার আওতায় আনা হবে**

 **-- সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, করোনা মহামারি শুরু হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরীজীবিদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও পেনশন দেওয়া হবে। করোনার জন্য সেটি থমকে গেছে। কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি দেশের ১১২ টি উপজেলার শতভাগ বয়ষ্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচির আওতায় এনেছেন। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলাকে শতভাগ ভাতার আওতায় আনা হবে ।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীতে একটি হারবাল কোম্পানির আয়োজনে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিম, নিসিন্দা, কাঁচা হলুদ ও ঘৃতকুমারীর কার্যকারিতা শীর্ষক আলোচনা সভা ও বিক্রয় প্রতিনিধিদের রিকগনিশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, করোনা মহামারীর কারণে সমাজের অসহায় জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এ অসহায় জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতি প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি। এ চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়নে ভেষজ উদ্ভিদ রোপণ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি এ ধরণের উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ করতে হবে। তিনি করোনা প্রতিরোধে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান ।

#

জাকির/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৩৩

**বাংলাদেশ ডিজিটাল পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তর লাভ করেছে**

 **-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তর লাভ করেছে। বিশ্বের ৮০টি দেশে বাংলাদেশ সফটওয়্যার রপ্তানি করছে। নাইজেরিয়া ও নেপালে কম্পিউটার, যুক্তরাষ্ট্রে মোবাইল রপ্তানি হচ্ছে। সৌদি আরবে আইওটি ডিভাইস রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোবাইল থেকে দেশের ৮২ শতাংশ মোবাইলের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। ফাইভ-জি মোবাইল উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় ওয়েবিনারে মার্চেন্ট বে লিমিটেডের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর তরুণ উদ্যোক্তারা বাংলাদেশকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, দেশের ৬৫ শতাংশ তরুণ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের বড় সম্পদ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, ব্লকচেইন, বিগডাটা ইত্যাদি ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে মানুষের দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়েই আমাদেরকে শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

গত এগারো বছরে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের অগ্রগতি তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, গত জানুয়ারির পর ইন্টারনেট যোগাযোগ দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারিতে দেশে একহাজার জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহৃত হতো, তা বেড়ে এখন ২১শত জিবিপিএসে উন্নীত হয়েছে।

#

শেফায়েত/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৩২

**দেশের সব নদী শাসন করতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন**

 **---পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

লালমনিরহাট, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর):

 দেশের সবগুলো নদী শাসন করতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। ড্রেজিং করে নদী ছোট করে কৃষিজমি বাড়ানো হবে।

 আজ লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা ইউনিয়নে তিস্তা নদীর ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনকালে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, উজানে বৃষ্টি হলে তা নেমে এসে দেশে বন্যার সৃষ্টি হয়। নদী ভাঙনের ফলে পানির সাথে পলি নেমে আসে। প্রতি বছর নদী ভরাট হয়ে চর জেগে উঠছে এবং নদীও গতিপথ পরিবর্তন করছে। প্রতি বছর ভাঙন রোধে বাঁধ দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

 তিস্তাপাড়ের মানুষকে ধৈর্যধারণের আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তিস্তা পাড়ের মানুষের কষ্ট প্রধানমন্ত্রী বোঝেন।

 এ সময় উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম, পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহা-পরিচালক এ এম আমিনুল হক, পানি উন্নয়ন বোর্ড উত্তরাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক আবু জাফর, আদিতমারী ইউএনও মনসুর উদ্দিনসহ প্রমুখ।

#

আসিফ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৩১

**শেখ হাসিনা দেশে গরিবের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন**

 **-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গরিবের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। সারা দেশের গরিব-দুঃখীদের সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং তৃণমূল মানুষের সবচেয়ে বড় নেতা হলেন শেখ হাসিনা।

আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এসব কথা বলেন।

ড. মোমেন বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যেমন বলিষ্ঠ, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী দল হিসেবে গড়ে ওঠেছে, তেমনি তিনি দেশে আইন ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশে ব্যবসায়ীরা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারছেন। হরতাল আর অবরোধের মতো ঝামেলা মোকাবিলা করতে হচ্ছে না। দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন সময়মতো পরীক্ষা হয়।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনের বিচার করা হবে না- এ ধরনের আইন এদেশের জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছিল। দীর্ঘ ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠনের ফলে সেই ঘৃণিত ইনডেমনিটি আইন দূর হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের কেবল স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ দেননি, তিনি আমাদের হৃদয়ে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, স্থিতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, দেশের যেখানে ধনী-দরিদ্রের আকাশসম ফারাক থাকবে না এবং অন্ন, বস্ত্র বাসস্থান সবার জন্য নিশ্চিত হবে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘজীবন কামনা করে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ফালগুনী হামিদের সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ । বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহে আলম মুরাদ।

#

তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৩০

**ডিজিটাল আর্থিক সেবায় বাংলাদেশ বিশ্বের দৃষ্টান্ত হয়েছে**

 **--- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল আর্থিক সেবায় বাংলাদেশ বিশ্বের দৃষ্টান্ত হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ডিজিটাল আর্থিক সেবা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তিনি গ্রাহকদের সাথে এসএমএসসহ অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এতে গ্রাহক এবং আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফলপ্রসূ যোগাযোগ তৈরি হবে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় দ্য ডেইলি স্টার ও ভিসা কর্তৃক ব্যাংকার, এমএফএস এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে আয়োজিত ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১, পেমেন্ট সিস্টেম এন্ড ফিনটেক শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, মিটিং, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম থেকে শুরু করে আমাদের শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সরকার পরিচালনাসহ প্রাত্যহিক জীবনের বাহন এখন ইন্টারনেট। গত জানুয়ারির পর ইন্টারনেট যোগাযোগ দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। গত জানুয়ারিতে একহাজার জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহৃত হতো, তা বেড়ে এখন ২১শত জিবিপিএসে উন্নীত হয়েছে।

 ইন্টারনেট সুবিধা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দেশের তিন হাজার আটশত ইউনিয়নে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড সংযুক্তি ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। দুর্গম চর, হাওর ও দ্বীপসহ অবশিষ্ট প্রায় ৭শত ৩৮টি ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে কিছু কিছু দুর্গম এলাকায় সরকার নেটওয়ার্ক পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় এআই, রোবটিকস, আইওটি কিংবা ব্লকচেইন প্রাত্যহিক আর্থিক সেবায় যুক্ত হলে চ্যালেঞ্জ আরো বাড়বে। সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি জরুরি। এই লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। এই বিষয়ে মন্ত্রী সেবাদাতা ও গ্রহীতার সতর্কতার ওপরও গুরুত্ব দেন।

#

শেফায়েত/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/১৮৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬২৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর):

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ হাজার ৭৬৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ১০৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৮৭৩ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ১২৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৬৮ হাজার ৭৭৭ জন।

#

দলিল উদ্দিন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬২৮

**শহীদ ময়েজউদ্দিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন**

 **---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত শহীদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এ সংগঠক ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা করার জন্য গঠিত ‘মুজিব তহবিল’ এর আহ্বায়ক ছিলেন।

 আজ রাজধানীর প্রেসক্লাবে ২৭ সেপ্টেম্বর শহীদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের ৩৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে শহীদ ময়েজউদ্দিন স্মৃতি সংসদ আয়োজিত এক স্মরণসভায় প্রধান বক্তার বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ছয় দফার আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিজয় পর্যন্ত তিনি এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। একজন বিচক্ষণ আইনজীবী ও রাজনীতিক হিসেবে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। রাজনৈতিক জীবনে লোভ, সুবিধাবাদিতা ও কাপুরুষতা তাকে কখনো স্পর্শ করেনি। ব্যক্তি স্বার্থে নয়, দেশের স্বার্থ ও গণমানুষের স্বার্থকে তিনি সবসময় মর্যাদা দিয়েছেন।

 ১৯৮৪ সালে সেনাশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন শহীদ হয়েছিলেন।

 শহীদ ময়েজউদ্দিনের কন্যা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও স্মৃতি পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেহের আফরোজ চুমকী এমপির সভাপতিত্বে স্মরণসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান এমপি। এছাড়া যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন-সহ আইনজীবী ও সাংবাদিক এবং পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন।

 সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গাজীপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও শহীদ ময়েজউদ্দিন স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান।

#

মারুফ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬২৭

**দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে**

 **---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, স্বাধীনতাবিরোধীরা এখনো পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেনি। তারা এখনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দেশের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

 আজ রাজধানীর একটি স্কুলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করতে চেয়েছিলো। একই অপশক্তি ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট জাতির পিতার আদর্শ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতাদের হত্যার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে চেয়েছিল।

 মন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে জাতির পিতার সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের বিচার সমাপ্ত করেছে। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচার প্রক্রিয়া চলমান আছে। যথাসময়ে সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তিনি এ হত্যাকাণ্ডের হত্যাকারীদের বিচারের পাশাপাশি হত্যার মূল পরিকল্পনাকারীদেরও আইনের আওতায় আনার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

 কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার সভাপতি শিরিন আক্তার মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সংসদ সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, সংসদ সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।।

#

মারুফ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬২৬

**যুব উন্নয়নে কর্মসংস্থান ব্যাংকের 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কার্যকর পদক্ষেপ**

 **-স্পিকার**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

 স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, সুযোগ ও সক্ষমতার সমন্বয়ে যুবসমাজকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতি এগিয়ে যাবে। অনুদান ও ঋণের মাধ্যমে সুযোগ তৈরি এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতাবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে উভয় কার্যক্রমের সমন্বয় করা হচ্ছে। যুব উন্নয়নে কর্মসংস্থান ব্যাংকের 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' কার্যকর পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন স্পিকার।

 স্পিকার আজ পীরগঞ্জ উপজেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রংপুরের পীরগঞ্জস্থ কর্মসংস্থান ব্যাংকের উদ্যোগে প্রশিক্ষিত যুবকদের মাঝে ‘বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ’-এর চেকবিতরণের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন। এসময় স্পিকার কর্মসংস্থান ব্যাংকের উদ্যোগে ১০০ যুবকের মাঝে ‘বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ’-এর চেক, ব্যক্তিগত তহবিল হতে প্রতিবন্ধীদের মাঝে ৩০টি হুইলচেয়ার ও ২টি ট্রাইসাইকেল, ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানশিক্ষকদের মাঝে ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে মোট ৫ লাখ টাকার চেক এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে পীরগঞ্জ উপজেলার ৩০জন অসহায়, দুঃস্থ ও কর্মহীন মানুষের মাঝে ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার চেক বিতরণ করেন।

 স্পিকার বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তৃণমূলপর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, জামানতবিহীন ঋণ ও প্রণোদনার মাধ্যমে নারীদের সামনে এগিয়ে আনাসহ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রশিক্ষণসহ নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ ও উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করছে।

 ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়নে সুখীসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় তরুণদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুযোগ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

 রংপুর জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ আসিব আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম, কর্মসংস্থান ব্যাংক পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান কানিজ ফাতেম ও কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ তাজুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মন্ডল এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

তারিক/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/১৬০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬২৫

**স্বাধীনতার মর্যাদারক্ষায় শেখ হাসিনা সর্বদাই সমুজ্জ্বল**

 **-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না, তেমনি শেখ হাসিনার জন্ম না হলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের অভিযাত্রা সফল হতো না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক, একজন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি খাদ্যনিরাপত্তা, শান্তিচুক্তি, সমুদ্রবিজয়, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং স্বাধীনতার মর্যাদারক্ষায় সর্বদাই সমুজ্জ্বল।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত সফল রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন এবং বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান আলোচকের বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 কে এম খালিদ আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনাপরিস্থিতি এবং উপর্যুপরি বন্যার মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করে তিনি বলেন, আমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে তাঁর বেঁচে থাকাটা দেশের জন্য অনেকবেশি জরুরি। যতদিন শেখ হাসিনার হাতে আছে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ।

 বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ফালগুনী হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. শাহে আলম মুরাদ।

#

ফয়সল/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/১৫৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬২৪

**সবার প্রচেষ্টায় দেশের পর্যটনশিল্প এগিয়ে যাবে**

 **-পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, সবার প্রচেষ্টায় দেশের পর্যটনশিল্প এগিয়ে যাবে। পর্যটনশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সর্বস্তরের জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশে যে সম্পদ আছে তাকে কাজে লাগিয়ে পর্যটনের সম্ভাবনাকে বাস্তবরূপ দিতে হবে।

 বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনলাইনে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী আজ এ কথা বলেন।

 তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে বন্ধ থাকা পর্যটনকেন্দ্রগুলো আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করেছে। যেগুলো এখনো বন্ধ রয়েছে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণসাপেক্ষে সেগুলোও পর্যায়ক্রমে খুলে দেয়া হবে। পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটক ও পর্যটনের সাথে জড়িত সকলকে স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যটনশিল্পকে পরিচালনা করার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ইতোমধ্যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রণয়ন করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 তিনি আরো বলেন, জেলাপ্রশাসনকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের বিষয়টি কঠোরভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও জনগণ যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পর্যটনকেন্দ্রে গমন করেন, সেজন্য বিভিন্নভাবে জনসচেতনতা তৈরির কাজ চলছে। কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পগুলোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রণোদনা ঘোষণা দিয়েছেন। তার মধ্যে পর্যটনশিল্পও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটনশিল্পকে চাঙ্গা করতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটনসংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে ইতোমধ্যে একটি রিকভারি প্ল্যান তৈরি করেছে বলেও তিনি জানান।

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মহিবুল হক, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাবেদ আহমেদ এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান রাম চন্দ্র দাস সংবাদসম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ।

#

তানভীর/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/১৫০৩ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number :3623

**Prime Minister's Message on the World Tourism Day**

Dhaka, 26 September :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the World Tourism Day 2020 :

 “I am delighted that World Tourism Day 2020 is being observed in Bangladesh as elsewhere in the world on 27 September with the theme "Tourism and Rural Development".

 "Village will be City" one of the agenda of indomitable Bangladesh in forefront of development which is very much inline with the theme announced by the United Nation World Tourism Organization this year.

 Bangladesh is a land of scenic beauty with rich culture and heritage. It is also rich in floras and faunas, and has numerous rivers, archaeological sites," religious places, hills, forests, waterfalls, tea gardens etc. The world's largest mangrove forest - the Sundarbans is situated in Bangladesh. The largest unbroken sandy sea beach in the world is also located in Bangladesh's Cox's Bazar. The vast haors in the north-eastern parts of the country, the hills in Chittagong division and lives of small ethnic people are some of the attractions of the tourists. The emerald greens of rural Bangladesh and its rich culture can also be an added attraction for the holiday-makers.

 Tourism has a huge potentiality in Bangladesh. Of late, it has emerged as an important sector of economic development with more and more domestic and foreign tourists are visiting the country's tourists' destinations. Huge employment opportunities are being created in the sector. The Awami League government has relentlessly been working for the development of tourism sector.

 The present government has taken various steps to manage tourism activities through proper management maintaining the country's culture, heritage and ecology.

 The tourist destinations should be introduced to local and foreign tourists through mass media. I urge the private entrepreneurs to supplement the government efforts in flourishing the sector.

 Let us work together and build a Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

 I wish every success of the "World Tourism Day-2020"

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

**#**

Emrul/Shah Alam/Rezzakul/Masum/2020/1120 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬২২

**বিশ্ব পর্যটন দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জাতিসংঘ পর্যটন সংস্থা ঘোষিত ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২০ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Tourism and Rural Development;

 আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশের অন্যতম এজেন্ডা ‘গ্রাম হবে শহর’ যা এবছর জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত প্রতিপাদ্যের সাথে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। পর্যটন বিশ্বে শ্রমঘন এবং সর্ববৃহৎ শিল্প হিসেবে স্বীকৃত।

 কৃষ্টি, ঐতিহ্য আর অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভুমি বাংলাদেশ। এখানে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় স্থান, পাহাড়, বন, জলপ্রপাত, চা বাগান এবং বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন। বিশ্বের বৃহত্তম অবারিত বালূকাময় সমুদ্রসৈকতটি বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত। দেশের উত্তর-পূর্বঞ্চলে রয়েছে বিস্তীর্ণ হাওড়, চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনপ্রণালী পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। সবুজে ঘেরা গ্রামীণ সৌন্দযও ছুটির দিনে পর্যটকদের বাড়তি আকর্ষণ হতে পারে।

 বাংলাদেশে পর্যটনের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবহমান গ্রামবাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দায়িত্বশীল পর্যটনকার্যক্রম পরিচালনা করতে এবং এর সুফল যাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ভোগ করতে পারে, সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আমি আশ করি, সরকারের এসব পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে সকলে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। টেলিভিশন, বেতার এবং ডিজিটাল মাধ্যমে পর্যটনকেন্দ্রসম্পর্কে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আমি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের স্বতস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

 আসুন, আমরা সবাই একসঙ্গে অপার সম্ভাবনাময় এই পর্যটনশিল্পে অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সেবাখাতসমূহে দক্ষ জনবল তৈরি করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখার মাধ্যমে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলি।

আমি ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২০’ এর সাফল্য কামনা করি।

 ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’

#

ইমরুল/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 3621

**President's message on the World Tourism Day**

Dhaka, 26 September:

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the 'World Tourism Day' :

 “I welcome the initiative of observing 'World Tourism Day' in Bangladesh as elsewhere in the world. I think the theme of this year's World Tourism Day 'Tourism and Rural Development' is very time worthy in current global context.

 Tourism industry has established itself as the single largest service sector in the world due to its multidimensionality and scope. The tourism industry plays a very important role in improving the living standards of the rural population. Tourism sector has significant contribution to the national economy including job creation. The World Tourism Organization has put emphasis on involving the rural population in the tourism industry to achieve the Sustainable Development Goals. I hope that with proper planning, efficient resource management and involvement of local people, Bangladesh will be able to reach the pinnacle of the development of tourism industry.

 There is a huge potential for the development of tourism industry in Bangladesh. By utilizing the potentiality, along with attracting domestic and foreign investment, the rural population should be given the opportunity to participate in the development of the country's tourism industry. At the same time, country's tourism industry should be effectively represented in the world arena. I urge all, including government and non-government organizations to work together for the development of the tourism industry as well as for the national economic development upholding local culture, traditions and values.

 I wish the observance of 'World Tourism Day 2020' a grand success.

 Joi Bangla.

 Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Shah Alam/Rezzakul/Masum/2020/1100 hours

Not to publish before 5 PM

 **আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬২০

**বিশ্ব পর্যটন দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর ):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২০ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Tourism and Rural Development’ অর্থাৎ ‘গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 বহুমাত্রিকতা ও ব্যাপ্তির কারণে পর্যটন শিল্প ইতোমধ্যে বিশ্বে একক বৃহত্তম সেবাখাত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পর্যটনশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটনের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে পর্যটনশিল্পে সম্পৃক্তকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। আমি আশা করি, যথাযথ পরিকল্পনা, দক্ষ সম্পদব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প উন্নতির শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

 বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বিকাশে অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। একই সাথে বিশ্বদরবারে দেশের পর্যটনশিল্পকে কার্যকরভাবে তুলে ধরতে হবে। আমি স্থানীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে পর্যটনশিল্পের বিকাশের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যটনসংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

 আমি ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/১১২৩ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ